

Dainik Sambad dt 14/08/26

র্যাগিং রুখতে পথে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা

সংবাদ প্রতিনিধি

আগরতলা, ১৩ আগস্ট : র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিতে পথে নামল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় র্যাগিং বিরোধী দিবস ও সপ্তাহ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মিছিল, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি-র্যাগিং কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পড়ুয়া, শিক্ষক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকেরা অংশ নেন।

সকালেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মিছিল বের হয়। হাতে ছিল র্যাগিংবিরোধী পোস্টার ও ব্যানার। নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং র্যাগিংমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তাই ছিল মিছিলের মূল বক্তব্য।

পরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সম্মেলন কক্ষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অ্যান্টি-র্যাগিং কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক দেবব্রত দাসের নির্দেশিত পথে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সমীর কুমার শীল এবং ছাত্রকল্যাণ বিভাগের ডিন অধ্যাপক পার্থসারথি গুপ্ত।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যাপক সমীর কুমার শীল স্পষ্ট জানিয়ে দেন, র্যাগিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো রকম আপস করা হবে না। তাঁর কথায়, “ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় র্যাগিংমুক্ত ক্যাম্পাস। র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে আমাদের নীতি জিরো টলারেন্স।” পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে অ্যান্টি-র্যাগিং কমিটির উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন

তিনি।

অ্যান্টি-র্যাগিং কমিটির আহ্বায়ক তথা নোডাল অফিসার ডঃ শৈলেশ কুমার শ্রীবাস্তব জানান, উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ এবং হস্টেলে র্যাগিং প্রতিরোধে একাধিক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

সচেতনতা কর্মসূচির অংশ হিসাবে আয়োজিত হয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৪৪ জন পড়ুয়া তাতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক পড়ুয়া। প্রতিযোগিতায় সেরা ছয়জনকে পদক ও শংসাপত্র দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন আগরতলার ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অমর্ত্যানন্দজি মহারাজ। ‘Towards Dignity & Wellness: Building a Ragging-Free and Nasha Mukta Campus Community’ শীর্ষক বক্তব্যে তিনি পড়ুয়াদের সহমর্মিতা, সততা ও সুস্থ জীবনযাপনের গুরুত্ব বোঝান। র্যাগিংমুক্ত এবং নেশামুক্ত ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে পড়ুয়াদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেন স্বামী অমর্ত্যানন্দজি মহারাজ। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অ্যান্টি-র্যাগিং স্কোয়াডের আহ্বায়ক অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার দাস। অনুষ্ঠান সম্বালনা করেন অ্যান্টি-র্যাগিং কমিটির সদস্য ড. জয় সাহা।

জগদীশ্বর দাসের বক্তব্যে ১৫৫